হৃদয় জানালা

ভালোবেসে সখি নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে... না, শুধু মনের মন্দিরে নয়। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালার পাতায়... মনের গভীরে গেঁথে থাকা সব ভালো লাগা ভালোবাসার কথা কিংবা অতল গহ্বরে জমে থাকা কষ্টের কথা...

অফুরন্ত কষ্ট

শিরোনামটা যে কি হওয়া উচিত বা প্রয়োজন এই মুহূর্তে তা সঠিকভাবে বুঝতে অক্ষমতা প্রকাশ করছি বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। প্রকৃতপক্ষে আমি একজন হতভাগ্য নারী। যে নারীর পারিপার্শ্বিক সমস্ত দিকগুলোই একেবারে নগণ্য এবং অপ্রাসঙ্গিক। প্রকৃতির নিয়মেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক হয়। আর এই কারণে সবাই খোঁজে তার মনের মতো একজনকে। কেউ পায় কেউ পায় না। আবার কেউ পেয়েও হারায়। পাওয়ার আনন্দ আছে, না পাওয়ার বেদনা আছে। আর পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা তো আছেই। প্রিয় পাঠক, ভাই বোনেরা উপরোক্ত সমস্ত কথাগুলো শুনে/ পড়ে আপনাদের মনে এতক্ষণে হয়ত এই ধারণার উৎপত্তি হতে পারে যে আমি হৃদয়ঘটিত কোনো ঘটনাতে বিষয়টি টেনে আনছি। কিন্তু না! আপনাদের ঐ সম্ভাব্য ধারণাটি একেবারেই ভুল। কেননা কোনো হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে এই হতভাগ্য নারী আজ পর্যন্ত পা বাড়ায়নি। তবে আমারও আর সবার মত কিছু কষ্ট আছে, তবে সে কষ্টের অন্তরালে ঘটনা হয়ত তেমন কারো জীবনে ঘটেনি। যা জন্মসূত্র থেকেই আমি বহন করে আসছি। হয়তো বা কেউ আমার এ লেখাটি পড়ে অপ্রকাশিত ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, কিন্তু না। কষ্টগুলো একান্তই আমার, অন্য কেউ আমার এ কষ্টগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত হোক, তা আমার কাম্য নয়। যে কষ্ট বিধাতা নিজ হাতে আমার জীবনে অর্পণ করেছেন, সে কষ্টগুলোকে কি আমি কিছুটা হলেও অন্যের কাছে চাপিয়ে দিতে পারি? নাহ! তাহলে এ হবে একজন ভীরু, অক্ষম এবং অসম্পূর্ণ বিবেকের আত্মসমর্পণ। প্রিয় পাঠক বন্ধুরা, এতক্ষণ আমি যে অহেতুক বিষয়টিকে আপনাদের নিকট উন্মোচন করতে চেয়েছি, জানি না হয়তো বা এই চাওয়াটি আমার ক্ষেত্রে একান্তই দুঃসাহসিক কোনো বিষয়। যার কোনো সঠিক মূল্যই নেই আপনাদের কাছে। তারপরেও সমস্ত বাধা বিপত্তিকে পেরিয়ে আত্মকষ্টটাকে সমাপ্তের পথে পাঠিয়ে পৃথিবীতে একটি হলেও নিজেকে কষ্টবিহীন সুখী একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই আমার একমাত্র চাওয়া। হাত পেতেই যা পাওয়া যায়, সেই পাওয়ায় কোনো আনন্দ নেই, দু'হাত পেতে যে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, সেই পাওয়ায় আনন্দ আছে অফুরন্ত।

রাত্রি, এইচএসসি, ১ম বর্ষ

জীবনের ছক মেলে না

কৈশোরে আবেগ আর স্বপ্নের বন্যায় ভাসতে ভাসতে রঙিন ভবিষ্যতের জাল বুনতাম। বড় হলে কত কি যে হবো! কখনো ডাক্তার, কখনো মহান শিক্ষক আবার কখনো বিরাট ধনাঢ্য ব্যক্তি হবার স্বপ্ন মা-বাবা ও শিক্ষকদের শোনাতাম। আমার অপরিণত বুদ্ধিজাত স্বপ্নগুলোর কথা শুনে মা একগাল হেসে বুকে টেনে নিতেন, কপালে চুমু খেতেন। বাবা শুধু মুচকি হাসি উপহার দিয়ে নীরব হয়ে থাকতেন। বাবার সেই মুচকি হাসির অর্থ আর নিঃসীম নীরবতার কারণ সে সময় না বুঝলেও এখন আমার কাছে পরিষ্কার। কে জানে হয়তো আমার মতো করে বাবাও ছেলেবেলায় এরকম অর্থহীন স্বপ্নের জাল বুনতেন! জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অন্তঃসারশূন্য ফলাফল দেখে দেখে তাঁর এ অক্ষম নীরবতা। জ্ঞান ও সততার চর্চায় আজীবন আপসহীন আমার বাবা আমাদের জন্য রেখে গেছেন বিশাল একটি পরিবার, অন্তবিহীন অভাবের দুষ্টচক্র। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি দারিদ্র্যের জগদ্দল পাথর। এক সময় বাবার আদর্শকে আঁকড়ে ধরে শত সহস্র প্রতিকূলতার পাহাড় অতিক্রমের অব্যাহত কঠিন কঠোর সংগ্রামে শক্তিও ক্ষয় করেছি। প্রাপ্তির 'জাবেদা খাতায় ফলাফল শূন্য হাতে রইলো শুধু উড পেন্সিল!' এখন আর আমি স্বপ্ন দেখি না, হয়তো বা স্বপ্নেরাই আমাকে দেখে। কৈশোরের চাঞ্চল্য, তারুণ্যের উত্তাপ এভাবেই আমাকে হারাতে হয়েছে। যেমন একদা হারিয়েছিলেন আমার বাবা। মাঝখানে আমার মমতাময়ী মা কি এক অলৌকিক শক্তিতে এখনো স্বপ্ন দেখে চলেছেন, তা শুধু বিধাতাই জানেন। মা'র ধারণা সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি, আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে সবকিছু। আলাদীনের কোন সে আশ্চর্য প্রদীপ ঘষে আমার মা দারিদ্র্য জয় করতে চান? এতটা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি কিভাবে স্বপ্ন পূরণের গান শোনান? আমি জানি না। পাঠক, আপনি কি জানেন?

জাকির হোসেন লাকী, জৈন্তাপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট

আমার না বলা বাণী...

প্রতি ক্ষণ কাটে আর মনে হয় এই বুঝি সে এলো ! দুঃসহ বৃত্তের দুঃসহতর ছন্দোবদ্ধ গন্ডিতে বাঁধা জীবনটাকে পাল্টে দিতে। সারাদিন ধরে ঘরে-বাইরে, মেসে-মার্কেটে, রাস্তায়-অনুষ্ঠানে কোথায় না খুঁজি তারে। II.Sc 'র উচ্ছ্বাসমুখর দিনগুলো একটা একটা করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কোথায়? মিষ্টি মেয়ে, তুমি কোথায়? এসো আমার মাঝে, তোমার সমস্ত তিক্ততা আর মাধুরী নিয়ে। ফল্গুধারা মেশানো আধো ভেজা আধো উষ্ণ আধো জানা আধো রহস্য ঘেরা অদ্ভুত এক ভালোবাসা দেব তোমায়। তুমি আপ্লুত হয়ে যাবে। আঁজলাভরা জল তোলার মত করে তোমার মুখখানি তুলে ধরব আমি, আমার পানে। তৃষিত প্রাণে ঢেলে দেবমিয় সুধা। হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলব সারাটা পথ, দু'পাশের কাটা পাহাড়সারি সরে গিয়ে জায়গা করে দেবে আমাদের। কাঁধে মাথা রেখে বসব দু'জনা, হাতে হাত রেখে হাসবো, চোখে চোখ রেখে হারিয়ে যাবো স্থান-কালটাকে ম্লান করে দিয়ে। শুধু তুমি আর আমি আর বিজন, বিশাল প্রকৃতি।... গোধূলির সূর্য নদীর বুকের মতন করে তোমার কপালে এক টুকরো সূর্য এঁকে দিয়ে যাবে সিঁদুর রঙে, চুলগুলো ভেসে যাবে অজানা রঙে। আমরা বলব 'আমি রাজি আছি, আমি রাজি আছি , আমি রাজি।' বেলা যদি বয়ে যায় যাক না, তাতে ক্ষতি কি! তারপর ঝিরি ঝিরি হাওয়ার ফিসফিসানি শুরু হবে। পাতার ফাঁক চুইয়ে উঁকি দেবে নির্লজ্জ চাঁদ। তারপর... তারপর একসময় আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ব।

তবে তুমি কেন আসছ না? চৌকাঠের সামনের স্বল্প পরিসরে শিশির মাখা দূর্বাগুলো অপেক্ষায় থাকে তোমার নিচে দলিত মথিত হ'বার। আমি কান পেতে রই কখন তোমার পায়ের নিচে পড়া শুকনো পাতার মর্মর ভেসে আসবে। জানালায় বসে পলকহীন চেয়ে থাকি কখন দেখব তোমায়। এক সময় চোখে জ্বালা ধরে যায়। তবুও বসে থাকি, অগুণতির মাঝে খুঁজে বেড়াই তোমায়। তারপর আর পারি না। ক্ষান্ত দেই। তবুও শেষ হয় না পথ চাওয়া। চেয়ে থাকি অনন্তের পানে। কবে আসবে তুমি? কবে?

Prince (SH-P), Box : 219

হ্যা লো ব ন্ধু... তো মা কে ই ব ল ছি

প্রথমটি একটি বাক্সের নাম আর দ্বিতীয়টি একটি খাতার। আমার প্রিয় দুটি জিনিস। বাক্সটিতে জমাই পথে-ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস। এই যেমন– একটা লাল পুঁতি, সুন্দর একটা পাথর, একটা ভাঙা বোতাম বা দুটো জেমস ক্লিপ...। আর খাতাটায় কোটেশন। বন্ধু Horace Walpole-এর বিখ্যাত বাণীটি দিয়ে শুরু করলাম তোমাকে লেখা। কিন্তু আমি কে? আমি হলাম সেই দু'দলের মাঝখানের একজন। যা চিন্তা করি তা অনুভবও করি।

আমি জীবনটাকে শূন্য ও অসীমের মাঝে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রিত এক প্রবাহ মনে করি। বাস্তবতাটা তীক্ষ্ণ। যেন English Old Wine; পুড়ে পুড়ে নেমে যায় জীবননালী বেয়ে। আর কল্পনাটা তীব্র। যেন আলট্রাসনিক ভাইব্রেশন, অস্তিত্বহীন বাজতে থাকে জীবন তন্ত্রীতে। এখন সময় হয়েছে কল্পনায় সুখী হাওয়ার, বাস্তবিক সুখ পেয়ে নয়। কে হতে চাও বন্ধু, আমার মত সুখী? আমাদের চারপাশটা এমনই যে, নিজের মনের মত কাউকে খুঁজে পাওয়াটা এক অর্থে একটা অসম্ভব ব্যাপার বটে।

তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, ইচ্ছে করলে যে কেউ তার মনের মত করে কাউকে গড়ে তুলতে পারে একই সাথে হয়ে উঠতে পারে কারো মনের মত। এর জন্য দরকার স্রেফ ভালোবাসা আর Perfect Mentality. মনের মত কাউকে খুঁজে পাওয়ার চেয়ে মনের মত করে কাউকে গড়ে তোলাটাই সুন্দর ও আনন্দের। তাই নয় কি বন্ধু? আমি কখনো অনিরুদ্ধ কখনো অনন্ত। অনিরুদ্ধ, কারণ আমি আমার অজ্ঞাত দেয়ালে রুদ্ধ। আবার অনন্ত, কেননা রুদ্ধতা ভেঙে আমি ছুটতে চাই অনন্তে। অনিরুদ্ধতা আমার স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা আর অনন্ততা আমার বাসনা। আমি হাসতে পারি প্রচুর হাসাতে পারি তেমন। আমি মাঝে মাঝে ওয়ে ফেরার, মাঝে মাঝে ভীষণ ডেসপারেড আর মাঝেমাঝে ডেড সি।

ভালোবাসা পেলে আমি হয়ে উঠি খোপার ফুল, কানের দুল বা প্রজাপতি। দুঃখ পেলে সব সময় আফসোস করি না তবে কষ্ট পেলে মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যাই। বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি সবকিছু নিয়ে ভাবি আমার মত করে। সমাজের কিছু কালোকে আলোতে রূপান্তরিত করতে চাই।

বলো বন্ধু, একা একা তা কি সম্ভব? বুকের মাঝে লালন করি Life has no blessing like a prudent friend. হ্যালো বন্ধু... তোমাকেই বললাম। আমার সহযাত্রী হবে। বন্ধু হবে... বন্ধু।। বন্ধুটাই মূল। তাই ধর্ম, বর্ণ... বা বয়সের ব্যবধান এখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়। Discover &-Let me discover.

Cyrus, B.Sc (Hons)/ Physics, 423, Shah Amanat Hall
University of Chittagong, P.C : 4331

মনে পড়ে আমাকে

ভাবনার জাল বুনতে বুনতে ঘুমহীন রাত কাটানো একটি মেয়ে, যে নাকি সহজ-সরল, ভালোবাসায় পূর্ণ একটি জীবনের স্বপ্ন দেখে সেই রুমানাকে বলছি। হৃদয়-জানালায় প্রকাশিত আপনার লেখাটি পড়ে হৃদয়ের কোথায় যেন একটু ব্যথার মত লাগছে। কেবলই মনে হচ্ছে এ যে আমার হৃদয়েরই কথা! হ্যাঁ জীবন নিয়ে ভাবনা আর ছোট্ট সুন্দর, সুখপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন যে আমায় সব সময় তাড়িয়ে বেড়ায়! সেই ছোটবেলা থেকেই জীবন নিয়ে ভাবতে আমার ভালো লাগে। বিশেষ করে মেয়েদের জীবন আমাকে ভীষণ ভাবায়। আমাদের এই সমাজ বাস্তবতায় মেয়েদের জীবন যে কতটা প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ তা ভেবে শেষ করা যায় না। এর মাঝেও আপনি স্বপ্ন দেখছেন মনের মত একজন সঙ্গী পাবেন, দুটি মনের অপার সৌন্দর্যে গড়ে তুলবেন একটি ছোট্ট সুখের নীড়। আপনার সৌন্দর্যপিয়াসী মনের এই চাওয়াকে জানাই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। মেয়েদের মনকে উপলব্ধি করার মত, তার ভালোবাসাকে মূল্য দেবার মত মানুষ নিশ্চয় আছে। এই বিশ্বাস আপনার যতটুকু, আমারও ঠিক ততটুকু। তবে সঠিক মানুষটির সন্ধান পাওয়া একটু কঠিনই বৈকি! যেমন ধরুন, এই আমি সেই কবে থেকে একটি সুন্দর মনের মেয়ের সন্ধান করছি, কিন্তু পাচ্ছি কোথায়। না পাওয়ার বেদনা নিয়ে ২০০০-এর হৃদয় জানালা পড়তে শুরু করি। আর এখানেই আপনার সাথে পরিচয়। আপনার লেখাটি পড়ে সত্যিই ভালো লেগেছে। আপনার মনের গভীরে সুন্দরের যে আকাঙ্ক্ষা তা ছুঁয়ে গেছে আমার মনকেও। না, আপনার এত সুন্দর, নির্মল আর পবিত্র স্বপ্নটি কালো মেঘে ঢেকে যাবে এ হয় না। সব শেষে বলব, যাবতীয় হীনতা, নীচতা আর অন্ধকার ছাড়িয়ে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোয় দীপ্ত একটি হৃদয় যদি আপনার ভাবনার আকাশ থেকে কালো মেঘটুকু সরিয়ে সুন্দরের প্রদীপ জ্বালতে চায় আপনি কি তাকে বরণ করে নেবেন?

এম.সাইফুল, প্রযত্নে : মাছুদ মঞ্জিল
রুম নং-৭, ৩২নং জিলা স্কুল রোড
ময়মনসিংহ ২২০০

আ মি তো মা কে ই ভা ল বা সি

'পথ চেয়ে বসে আছি...' শিরোনামে আমার প্রিয় 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এ নিঃসঙ্গ ও একাকী একটি মেয়ের নিঃসঙ্গতা ও একান্তই হৃদয়ের ভালোবাসার মায়া দিয়ে সাজানো কথাগুলো আমার দৃষ্টি কাড়লো। লেখাগুলোর এক একটা শব্দ আমার হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল ভালোবেসে জীবনে যার ছবি আমি হৃদয় মাঝে এঁকেছি এ তারই মনের কথা। সর্বক্ষণ যার কথা ভাবি, যার কথা না ভাবলে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না, প্রতি রাতে স্বপ্নে যার দেখা আমি পাই, সে আর কেউ না তুমি ছাড়া। আজ এই মুহূর্তে কেন জানি আমার বার বার মনে হচ্ছে স্বপ্নলোকে দাঁড়িয়ে থাকা আমার কল্পনার রাজকন্যার অস্তিত্ব আজ আমি খুঁজে পেয়েছি। তোমাকে স্বপ্নে নয়, বাস্তবে পেয়ে আজ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী। সাপ্তাহিক ২০০০ আমার মনের মানুষকে খুঁজে দেয়ার জন্য তোমাকে জানাই সহস্রবার ধন্যবাদ।

কোনো এক স্বপ্নিল বিকেলে বা জ্যোৎস্না ধোয়া কোনো নিঝুম রাতে গিটারে হাত দিতেই ভেসে আসে চেনা কোনো সুর। মেঘকে দূত করে তোমার কাছে যদি পাঠাতে পারতাম এই ধুলোপড়া গিটারের করুণ সুর! উপলব্ধি করতে তুমি। এই সুর তোমার জন্যই। একান্তই তোমার। তোমার ঠিকানা তো দেওনি শুধু জানি তোমার নাম সুমি ইরানী আর থাকো যশোরে। তোমার জন্য রইল আমার হৃদয়ের সঞ্চিত সবটুকু ভালোবাসা। ঠিকানাসহ লেখার আহ্বান রইল। Please write soon...

সৈকত, রংধনু অডিও, কানাইখালী, নাটোর

সুমী ইরানীকে: পথ চেয়ে আছি

যশোরের 'সুমি ইরানী'কে বলছি, শুভেচ্ছা রইল। আসলে মানুষের মিছিলে আমি, তুমি আমরা সবাই হাঁটছি। প্রকৃতপক্ষে কারো পথ শেষ হচ্ছে আবার কারো বা না। পৃথিবীতে কেউ না কেউ তো অনন্ত পথের পথিক। নয়তো কেন আমি বা অন্য কেউকে অজস্র স্রোতের মাঝেও কেন তুমি খুঁজে পাচ্ছ না। মানুষেরই ভিড়ে লুকিয়ে আছি। হয়তো এভাবে থাকবো। তোমার মন্তব্য যদি সাপ্তাহিক ২০০০-এ না আসতো, তাহলে তুমিও হাজারো মানুষের কোলাহলে থাকতে। আসলে Real life-এ 'অবলীলাক্রমে কেউ কেউ বেছে নেই পৃথক প্লাবন'। আমি বলছি, তুমি যাকে চাও সে আমারই মত একজন অথবা আমি। তবে আমি কোনোদিন জোর দিয়ে বলতে পারব না তুমি আমাকে চাও অর্থাৎ যে চিঠি দেবে তাকে চাও। জীবন মানেই তো ভালোবাসার কোলাহল, তবুও কারো কারো জীবনে এটার স্পর্শ হয়নি। তবুও আবেগ-এর বাঁধ ভাঙা জোয়ারে অঝর ঝরনাধারার মত ঝরে পড়ছে। অনেকের মধ্যে আমি তোমার মনের ডাক শুনে সাড়া দিলাম। জানি না আমি কি সেই-ই? আমার অস্তিত্ব অন্ধকার-এর মধ্যে হলেও আমি সাড়া দিলাম, সহমর্মী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে। অসংখ্য মানুষের মধ্যে একজন হয়ে। নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য। তথাপি আমিও তোমার পাশে, তোমারই মিছিলে হাঁটছি। ভালো লাগলে একটা চিরকূট লিখ।

প্লাবন, C/o আবু সাইদ রোমেল, প্রগতি রোড, মেহেরপুর-৭১০০, বাংলাদেশ

প্রিয় বন্ধুরা

শুভেচ্ছা রইলো তোমাদের সবার প্রতি। প্রথমেই আমার কথা বলছি : আমার নাম নীরব, ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছি, ঢাকাতে থাকি, বয়স ১৮ বছর, উচ্চতা ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি, ওজন ৬৫ কেজি, স্বাস্থ্য মাঝারি গড়নের এবং দেখতে খুব ভালো না হলেও খুব একটা মন্দ নই। গায়ের রং বাংলাদেশী ফর্সা। আমি জানি বন্ধুত্ব করতে এসবের প্রয়োজন হয় না, তবুও আমাকে জানানোর জন্যই সব লিখলাম। আমি চাই বাংলাদেশের যে কোনো জায়গার নম্র ভদ্র রুচিশীল ছেলে/ মেয়েদের সাথে চমৎকার বন্ধুত্বময় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পত্র মিতালীর মাধ্যমে। এবং এজন্য সাহায্য নিলাম আমার প্রিয় ২০০০-এর হৃদয় জানালা বিভাগ-এর। ২/৪টি পত্র দেবার পর যারা আর লিখতে আগ্রহী নন তাদের প্রতি আমাকে না লেখার অনুরোধ রইলো। আমি চাই সব সময় পত্রের দ্বারা লেখালেখির মাধ্যমে দেশের সকল প্রান্তের ছেলে/ মেয়েদের মনের অনুভূতি জানবার চেষ্টা করতে। আমাদের নিজের কথা, পরিবারের কথা, ভালোবাসা, মন্দলাগা, পরামর্শ, উপদেশ সব রকম কথা হবে লেখার মাধ্যমে, তথাকথিত সস্তা পত্রিকার মতো কোনো বিষয় নয়, চাই দেশের অন্যতম রুচিশীল পত্রিকা সাপ্তাহিক ২০০০ পড়ার পর মনের অনুভূতি জানতে এবং জানাতে। আমার ভালোলাগে সাপ্তাহিক ২০০০, আনন্দধারা, প্রথম আলো, যুগান্তর। বন্ধুরা, তোমাদের ভালোলাগা সম্পর্কে লিখো আমাকে।

নীরব, বক্স নং-২০১, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

চিরকূট

ফিউডাল লেডি

সারাটা দিন ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটে ফ্রেন্ডস আড্ডা, ব্রাউসিং আর পড়াশোনা নিয়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় এভাবে ইঁদুর ছোটাছুটিই বোধহয় জীবন। সত্যি কি তাই! সবকিছুর মাঝে আজ কেন জানি মনে হয় কেউ আমাকে মানে আমার চিন্তাধারাকে ডোমিনেট করার চেষ্টা করছে। জানি, আমার পরিচিত কোনোজন নয়। তবে কে যে উপলব্ধিতে আসে না। বিষয়টা আমাকে বেশ ভাবাচ্ছে। জানতে ইচ্ছে করছে কে সেই Feudal Lady. অনার্স ১ম বর্ষের ঢাকা ও ঢাকার বাইরের কেউ লিখুন।

রাজীব, ৬৪৬ সূর্যসেন হল, আইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

সুমি ইরানীকে

আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে নয়, অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে ধরা দিতে লিখলাম। ইচ্ছে হলে পরখ করতে পারেন নিম্ন ঠিকানায়–

সোহেল, হোমিও হেলথ সেন্টার, স্টেশন মোড়, মুজিব সড়ক, সিরাজগঞ্জ-৬৭০০

বন্ধু হবে

আমার জীবনটা বড় নিঃসঙ্গ, জীবনের পথ চলতে নিজের একাকিত্ব নিজেকে ভোগায়। সহনশীল মানসিকতা স্বার্থহীন ভালোবাসা বিলিয়ে দেবার মতো লালসাহীন মন নিয়েও কেন আমি নিঃসঙ্গ? একটু ভালোবাসা পেতে কেন আমি ব্যাকুল? তাহলে সত্যি আমি কি ভালোবাসার কাঙ্গাল? হ্যাঁ, সেই ছোটবেলা থেকেই আমি ভালোবাসার কাঙ্গাল। কল্পনার নীল আকাশে হৃদয়ের সব রঙে রাঙিয়েছি অনেক চেনা মুখ। হৃদয়ের সব ভালোবাসা দু' হাত উজাড় করে হয়তো কাউকে দিতে চেয়েছি। তবুও কেন আমার এ ভালোবাসা মূল্যহীন? লিখবেন কি কেউ আমাকে?

মোহা শাহানেওয়াজ, C/O রানা পেট্রোলিয়াম, কোর্ট রোড, মেহেরপুর

ঝরা বন্ধু হবে

ঝরা, আমি নাটোরের ছেলে। বাগাতিপাড়া বাড়ি। আমি R.U থেকে M.S.S. London যাওয়ার প্রায় সব যোগ্যতাই আমার আছে। শুধু দরকার কারো সহযোগিতা। আপনার যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ।

আরেফীন শরীফ (৪র্থ তলা), W (ডব্লিও)/3 নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর-ঢাকা-১২০৭

যশোরের সুমি ইরানী

সত্যিকারের বন্ধু মানুষের জীবনকে করে বিকশিত। তবে বন্ধুত্ব অবশ্যই হতে হবে নির্মল, পবিত্র। বসন্তে বন্ধুর ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা ফুলের সৌরভে আনে সার্থকতা। তাই সাপ্তাহিক ২০০০-এর চিরকূট বিভাগে আপনার লেখার জবাবে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলাম– হাত ধরে নিয়ে চলার জন্য।

মনির, জিপিও বক্স নং ৪১, খুলনা-৯০০০

পত্র মিতা চাই

আমি এই দেশের একজন শ্যামলা মুখের মেয়ে। আমি পরিবারের সঙ্গে কানাডাতে আছি অনেকদিন। সম্প্রতি এদেশে এসেছিলাম। কিছুটা মন খারাপ তাই ফিরতে হলো। বাংলাদেশের শুধুমাত্র ছেলেদের সাথে মিতালী করবো। আমাকে কেউ লিখবেন কি? আমরা দু' বোন। কোনো ভাই নেই। কেউ কি ভাই হবেন অথবা পত্র মিতা? আমি B.Sc -তে মাত্র ভর্তি হলাম।

Moni, 5-4871 Avenue Barclay, APT-5, Montreal, QC, H3W IEI, Canada

প্রিয় ঝর্ণা

তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা নির্ভেজাল আর চিরন্তন সত্য। আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং আজীবন ভালোবাসব, ভালোবাসব, ভালোবাসব। পৃথিবীতে তুমি একমাত্র মানুষ যাকে আমি পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসি। ঝর্না, তুমি অনন্তকাল আমার হৃদয় মন্দিরে চিরঞ্জীব থাকবে। তোমাকে আমি আমার হৃদয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছি, তুমি কখনো সেখানে থেকে মুছে যাবে না।

সাইমন, চট্টগ্রাম